কাব্যগ্রন্থ

ধূসর পাণ্ডুলিপি

জীবনানন্দ দাশ

সূচিপত্র

অনেক আকাশ....2
অবসরের গান....11
কার্তিক মাঠের চাঁদ (মাঠের গল্প)....18
ক্যাম্পে....19
কয়েকটি লাইন....23
জীবন....31
নির্জন স্বাক্ষর....46
পঁচিশ বছর পরে (মাঠের গল্প)....49
পরস্পর....51
পাখিরা....59
পিপাসার গান....61
পেঁচা (মাঠের গল্প)....67
প্রেম....69
বোধ....75
মৃত্যুর আগে....80
মেঠো চাঁদ (মাঠের গল্প)....83
শকুন....85
সহজ....86
স্বপ্নের হাত....88
১৩৩৩....91

www.bengaliebook.com

অনেক আকাশ

গানের সুরের মতো বিকালের দিকের বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে – সন্ধ্যার মেঘের রঙ খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায় – সেখানে সে কারে ভালোবাসে! –
পাখির মতন কেঁপে – ডানা মেলে – হিম চোখ বুজে
অধীর পাতার মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কত দিকে গিয়েছে সে ভেসে –
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে, তবু – ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে –
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁট উঠেছিল হেসে!

আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর
কমে যায়; তাই নীল আকাশের স্বাদ-সচ্ছলতা-
পূর্ণ করে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর;
মানুষের অন্তরের অবসাদ – মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায় – নক্ষত্রের সাথে কয় কথা
যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাতে –
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন যে – এক অধীরতা,
তাই লয়ে সেই উষ্ণ আকাশের চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘে, নক্ষত্রের মতো রব নক্ষত্রের সাথে!

আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে – এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি, তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
বাধা পায়, জেনে লয় লক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা!
আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু – ব্যর্থ – চমৎকার!
জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,

www.bengaliebook.com

কবর খুলেছে মুখ বার বার যার ইশারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙক্ষার তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে কেঁপে ছিড়ে শুধু যায়!
একাকী মেঘের মতো ভেসেছে সে – বৈকালের আলোয় – সন্ধ্যায়!

সে এসে পাখির মতো স্থির হয়ে বাঁধে নাই নীড় –
তাহার পাখায় শুধু লেগে আছে তীর – অস্থিরতা!
অধীর অন্তর তারে করিয়াছে অস্থির – অধীর!
তাহারই হৃদয় তারে দিয়েছে ব্যাধের মতো ব্যথা!
একবার তাই নীল আকাশের আলোর গাঢ়তা
তাহারে করেছে মুগ্ধ – অন্ধকার নক্ষত্র আবার
তাহারে নিয়েছে ডেকে – জেনেছে সে এই চঞ্চলতা
জীবনের; উড়ে উড়ে দেখেছে সে মরণের পার
এই উদ্বেলতা লয়ে নিশীথের সমুদ্রের মতো চমৎকার!

গোধূলির আলো লয়ে দুপুরে সে করিয়াছে খেলা,
স্বপ্ন দিয়ে দুই চোখ একা একা রেখেছে ঢাকি;
আকাশে আঁধার কেটে গিয়েছে যখন ভোরবেলা
সবাই এসেছে পথে, আসে নাই তবু সেই পাখি! –
নদীর কিনারে দূরে ডানা মেলে উড়েছে একাকী,
ছায়ার উপরে তার নিজের পাখায় ছায়া ফেলে
সাজায়েছে স্বপ্নের পরে তার হৃদয়ের ফাঁকি!
সূর্যের আলোর পরে নক্ষত্রের মতো আলো জ্বেলে
সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে!

কেউ তারে দেখে নাই; মানুষের পথ ছেড়ে দূরে
হাড়ের মতন শাখা ছায়ার মতন পাতা লয়ে

www.bengaliebook.com

যেইখানে পৃথিবীর মানুষের মতো ক্ষব্ধ হয়ে
কথা কয়, আকাঙক্ষার আলোড়নে চলিতেছে বয়ে
হেমন্তের নদী, ঢেউ ক্ষুধিতের মতো এক সুরে
হতাশ প্রাণের মতো অন্ধকারে ফেলিছে নিশ্বাস
তাহাদের মতো হয়ে তাহাদের সাথে গেছি রয়ে;
দূরে প'ড়ে পৃথিবীর ধূলা – মাটি – নদী – মাঠ – ঘাস –
পৃথিবীর সিন্ধু দূরে – আরো দূরে পৃথিবীর মেঘের আকাশ!

এখানে দেখেছি আমি জাগিয়াছ হে তুমি ক্ষমতা,
সুন্দর মুখের চেয়ে তুমি আরো ভীষণ, সুন্দর!
ঝড়ের হাওয়ার চেয়ে আরো শক্তি, আরো ভীষণতা
আমারে দিয়েছে ভয়! এইখানে পাহাড়ের পর
তুমি এসে বসিয়াছ – এই খানে অশান্ত সাগর
তোমারে এনেছি ডেকে – হে ক্ষমতা, তোমার বেদনা
পাহাড়ের বনে বনে তুলিতেছে বিদ্যুতের ফণা
তোমার স্ফুলিঙ্গ আমি, ওগো শক্তি – উল্লাসের মতন যন্ত্রণা!

আমার সকল ইচ্ছা প্রার্থনার ভাষার মতন
প্রেমিকের হৃদয়ের গানের মতন কেঁপে উঠে
তোমার প্রাণের কাছে একদিন পেয়েছে কখন!
সন্ধ্যার আলোর মতো পশ্চিম মেঘের বুকে ফুটে,
আঁধার রাতের মতো তারার আলোর দিকে ছুটে,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ঝড়ের হাওয়ার কোলে জেগে
সব আকাঙক্ষার বাঁধ একবার গেছে তার টুটে!
বিদ্যুতের পিছে পিছে ছুটে গেছি বিদ্যুতের বেগে!
নক্ষত্রের মতো আমি আকাশের নক্ষত্রের বুকে গেছি লেগে!

www.bengaliebook.com

যে মুহূর্ত চলে গেছে – জীবনের যেই দিনগুলি
ফুরায়ে গিয়েছে সব, একবার আসে তারা ফিরে;
তোমার পায়ের চাপে তাদের করেছ তুমি ধূলি!
তোমার আঘাত দিয়ে তাদের গিয়েছ তুমি ছিঁড়ে!
হে ক্ষমতা, মনের ব্যথার মতো তাদের শরীরে
নিমেষে নিমেষে তুমি কতবার উঠেছিলে জেগে!
তারা সব ছলে গেছে – ভূতুড়ে পাতার মতো ভিড়ে
উত্তর – হাওয়ার মতো তুমি আজও রহিয়াছ লেগে!
যে সময় চলে গেছে তাও কাপে ক্ষমতার বিষ্ময়ে – আবেগে!

তুমি কাজ করে যাও, ওগো শক্তি, তোমার মতন!
আমারে তোমার হাতে একাকী দিয়েছি আমি ছেড়ে;
বেদনা – উল্লাসে তাই সমুদ্রের মতো ভরে মন! –
তাই কৌতুহল – তাই ক্ষুধা এসে হৃদয়েরে ঘেরে,
জোনাকির পথ ধরে তাই আকাশের নক্ষত্রেরে
দেখিতে চেয়েছি আমি, নিরাশার কোলে বসে একা
চেয়েছি আশারে আমি, বাঁধনের হাতে হেরে হেরে
চাহিয়াছি আকাশের মতো এক অগাধের দেখা! –
ভোরের মেঘের ঢেউয়ে মুছে দিয়ে রাতের মেঘের কালো রেখা!

আমিপ্রণয়িনী, তুমি হে অধীর, আমার প্রণয়ী!
আমার সকল প্রেম উঠেছে চোখের জলে ভেসে! –
প্রতিধ্বনির মতো হে ধ্বনি, তোমার কথা কহি
কেঁপে উঠে – হৃদয়ের সে যে কত আবেগে আবেশে!
সব ছেড়ে দিয়ে আমি তোমারে একাকী ভালোবেসে
তোমার ছায়ার মতো ফিরিয়াছি তোমার পিছনে!

www.bengaliebook.com

তবুও হারায়ে গেছ, হঠাৎ কখন কাছে এসে
প্রেমিকের মতো তুমি মিশেছ আমার মনে মনে
বিদ্যুৎ জ্বালায়ে গেছ, আগুন নিভায়ে গেছ হঠাৎ গোপনে!

কেন তুমি আস যাও? – হে অস্থির, হবে নাকি ধীর!
কোনোদিন? – রৌদ্রের মতন তুমি সাগরের পরে
একবার – দুইবার জ্বলে উঠে হতেছ অস্থির! –
তারপর, চলে যাও কোন দূরে পশ্চিমে – উত্তরে –
ইন্দ্রধনুকের মতো তুমি সেইখানে উঠিতেছ জ্বলে,
চাঁদের আলোর মতো একবার রাত্রির সাগরে
খেলা কর – জোছনা চলে যায়, তবু তুমি যাও চলে
তার আগে; যা বলেছ একবার, যাবে নাকি আবার তা বলে!

যা পেয়েছি একবার, পাব নাকি আবার তা খুঁজে!
যেই রাত্রি যেই দিন একবার কয়ে গেল কথা
আমি চোখ বুজিবার আগে তারা গেল চোখ বুজে,
ক্ষীণ হয়ে নিভে গেল সলিতার আলোর স্পষ্টতা!
ব্যথার বুকের' পরে আর এক ব্যথা – বিহ্বলতা
নেমে এল উল্লাস ফুরায়ে গেল নতুন উৎসবে;
আলো অন্ধকার দিয়ে বুনিতেছে শুধু এই ব্যথা,
দুলিতেছি এই ব্যথা – উল্লাসের সিন্ধুর বিপ্লবে!
সব শেষ হবে – তবু আলোড়ন, তা কি শেষ হবে!

সকল যেতেছে চলে – সব যায় নিভে – মুছে – ভেসে –
যে সুর থেমেছে তার স্মৃতি তবু বুকে জেগে রয়!
যে নদী হারায়ে যায় অন্ধকারে – রাতে – নিরুদ্দেশে,
তাহার চঞ্চল জল স্তব্ধ হয়ে কাঁপায় হৃদয়!

www.bengaliebook.com

যে মুখ মিলায়ে যায় আবার ফিরিতে তারে হয়
গোপনে চোখের' পরে – ব্যথিতের স্বপ্নের মতন!
ঘুমন্তের এই অশ্রু – কোন্ পীড়া – সে কোন্ বিস্ময়
জানায়ে দিতেছে এসে! – রাত্রি – দিন আমাদের মন
বর্তমান অতীতের গুহা ধরে একা একা ফিরিছে এমন!

আমরা মেঘের মতো হঠাৎ চাঁদের বুকে এসে
অনেক গভীর রাতে – একবার পৃথিবীর পানে
চেয়ে দেখি, আবার মেঘের মতো চুপে চুপে ভেসে
চলে যাই এক ক্ষীণ বাতাসের দুর্বল আহ্বানে
কোন্ দিকে পথ বেয়ে! – আমাদের কেউ কি তা জানে।
ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চলে যাই; কোন্ – এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে?
পাখির মায়ের মতো আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে – অন্ধকারে, অন্য কারো আকাশের থেকে!

একদিন বুজিবে কি চারি দিকে রাত্রির গহ্বর!
নিবন্ত বাতির বুকে চুপে চুপে যেমন আঁধার
চলে আসে, ভালোবেসে – নুয়ে তার চোখের উপর
চুমো খায়, তারপর তারে কোলে টেনে লয় তার –
মাথার সকল স্বপ্ন, হৃদয়ের সকল সঞ্চার
একদিন সেই শূন্য সেই শীত – নদীর উপরে
ফুরাবে কি? দুলে দুলে অন্ধকারে তবুও আবার
আমার রক্তের ক্ষুধা নদীর ঢেউয়ের মতো স্বরে
গান গাবে, আকাশ উঠিবে কেঁপে আবার সে সংগীতের ঝড়ে!

পৃথিবীর – আকাশের পুরানো কে আত্মার মতন,

www.bengaliebook.com

জেগে আছি; বাতাসের সাথে সাথে আমি চলি ভেসে,
পাহাড়ে হাওয়ার মতো ফিরিতেছে একা একা মন,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো দুপুরের সমুদ্রের শেষে
চলিতেছে; কোন্ – এক দূর দেশ – কোন্ নিরুদ্দেশে
জন্ম তার হয়েছিল – সেইখানে উঠেছে সে বেড়ে;
দেহের ছায়ার মতো আমার মনের সাথে মেশে
কোন্ স্বপ্ন? – এ আকাশ ছেড়ে দিয়ে কোন্ আকাশেরে
খুঁজে ফিরি! – গুহার হাওয়ার মতো বন্দি হয়ে মন তব ফেরে!

গাছের শাখার জালে এলোমেলো আঁধারের মতো
হৃদয় খুঁজিছে পথ, ভেসে ভেসে – সে যে কারে চায়!
হিমেল হাওয়ার হাত তার হাড় করিছে আহত,
সেও কি শাখার মতো – পাতার মতন ঝরে যায়!
বনের বুকের গান তার মতো শব্দ করে গায়!
হৃদয়ের সুর তার সে যে কবে ফেলেছে হারায়ে!
অন্তরের আকাঙ্ক্ষারে – স্বপনেরে বিদায় জানায়
জীবন মৃত্যুর মাঝে চোখ বুজে একাকী দাঁড়ায়ে;
ঢেউয়ের ফেনার মতো ক্লান্ত হয়ে মিশিবে কি সে – ঢেউয়ের গায়ে!

হয়তো সে মিশে গেছে – তারে খুঁজে পাবে নাকো কেউ!
কেন যে সে এসেছিল পৃথিবীর কেহ কি তা জানে!
শীতের নদীর বুকে অস্থির হয়েছে যেই ঢেউ
শুনেছে সে উষ্ণ গান সমুদ্রের জলের আহ্বানে!
বিদ্যুতের মতো অল্প আয়ু তবু ছিল তার প্রাণে,
যে ঝড় ফুরায়ে যায় তাহার মতন বেগ লয়ে
যে প্রেম হয়েছে ক্ষুব্ধ সেই ব্যর্থ প্রেমিকের গানে

www.bengaliebook.com

মিলায়েছে গান তার, তারপর চলে গেছে রয়ে।
সন্ধ্যার মেঘের রঙ কখন গিয়েছে তার অন্ধকার হয়ে!

তবুও নক্ষত্র এক জেগে আছে, সে যে তারে ডাকে!
পৃথিবী চায় নি যারে, মানুষ করেছে যারে ভয়
অনেক গভীর রাতে তারায় তারায় মুখ ঢাকে
তবুও সে! কোনো এক নক্ষত্রের চোখের বিস্ময়
তাহার মানুষ চোখে ছবি দেখে একা জেগে রয়!
মানুষীর মতো? কিংবা আকাশের তারাটির মতো –
সেই দূর – প্রণয়িনী আমাদের পৃথিবীর নয়!
তার দৃষ্টি – তাড়নায় করেছে যে আমারে ব্যাহত –
ঘুমন্ত বাঘের বুকে বিষের বাণের মতো বিষম সে ক্ষত!

আলো আর অন্ধকারে তার ব্যথা – বিহ্বলতা লেগে,
তাহার বুকের রক্তে পৃথিবী হতেছে শুধু লাল! –
মেঘের চিলের মতো – দুরন্ত চিতার মতো বেগে
ছুটে যাই – পিছে ছুটে আসিতেছে বৈকাল – সকাল
পৃথিবীর – যেন কোন্ মায়াবীর নষ্ট ইন্দ্রজাল
কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে! কেঁপে কেঁপে পড়িতেছে ঝরে!
আরো কাছে আসিয়াছি তবু আজ – আরো কাছে কাল
আসিব তবুও আমি – দিন রাত্রি রয় পিছে পড়ে –
তারপর একদিন কুয়াশার মতো সব বাধা যাবে সরে!

সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাতের মতন
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বারবার!
কোথায় রয়েছে আলো জেনেছে তা, বুঝেছে তা মন –
চারি দিকে ঘিরে তারে রহিয়াছে যদিও আঁধার!

www.bengaliebook.com

একদিন এই গুহা ব্যথা পেয়ে আহত হিয়ার
বাঁধন খুলিয়া দেবে! অধীর ঢেউয়ের মতো ছুটে
সেদিন সে খুঁজে লবে অই দুরে নক্ষত্রের পার!
সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মতো ফুটে!

www.bengaliebook.com

অবসরের গান

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার – চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয় –
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট করে দেবে তার সাধের সময়!
চারি দিকে এখন সকাল –
রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল!
মাঠের ঘাসের পরে শৈশবের ঘ্রাণ –
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের পড়েছে আহ্বান!

চারি দিকে নুয়ে প’ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এই খানে ফলন্ত ধানের মতো করে
যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ’রে
আহ্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর,
চারি দিকে ছায়া – রোদ – ক্ষুদ – কুঁড়া – কার্তিকের ভিড়:
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এই খানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপাশালি ধান ভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ!
আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই – নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি না – রূপ ঝরে পড়ে তার –
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে!

www.bengaliebook.com

আজও তবুও ফুরায় নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ, ভাড়ারের রস!

মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকালবেলা রৌদ্রে; কুঁড়িমির আজিকে সময়।

গাছের ছায়ার তলে মদ লয়ে কোন্ ভাঁড় বেঁধেছিল ছড়া!
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া;
ভুলে গিয়ে রাজ্য – জয় – সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে লব তার শীতলতা;
ডেকে লব আইবুড় পাড়াগাঁর মেয়েদের সব –
মাঠের নিস্তেজ রোদের নাচ হবে –
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধরে ধরে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে;
ফলন্ত ধানের গন্ধে – রঙে তার – স্বাদে তার ভরে যাবে আমাদের সকলের দেহ;
রাগ কেহ করিবে না – আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
আমাদের অবসর বেশি নয – ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ – অবসাদ –
আমাদের ডেকে লয় – তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা – অবসন্ন হাত।

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে ক্ষেতে – রোদ গেছে পড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধরে;
তখন গিয়েছে থেমে অই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড়

www.bengaliebook.com

হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালির
বিছানার পর;
মদের ফোঁটার শেষ হয়ে গেছে এ মাঠের মাটির ভিতর!
তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চলে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েদের দল!

২
পুরনো পেঁচারা সব কোটারের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের পরে
সবুজ ধানের নিচে – মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে – আঁটির ভিতর থেকে চলে গেছে চাষা;
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা!

ফলন্ত মঠের' পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
প্রেম আর পিপাসার গান
আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!
ফসল – ধানের ফলে যাহাদের মন
ভরে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা করে গেছে –
পৃথিবীর সব সিংহাসন –
আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড় –
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নীচে পৃথিবীর তলে
কোটালের মতো তারা নিশ্বাসের জলে
ফুরায় নি তাদের সময়;
পৃথিবীর পুরোহিতদের মতো তারা করে নাই ভয়!

www.bengaliebook.com

প্রণয়ীর মতো তারা ছেড়ে নি হৃদয়
ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে!
চাষাদের মতো তারা ক্লান্ত হয়ে কপালের ঘামে
কাটায় নি – কাটায় কি কাল।
অনেক মাটির নিচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে!
যোদ্ধা – জয়ী – বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে –
পাশাপাশি –
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি!

অনেক রাতের আগে এসে তারা চলে গেছে – তাদের দিনের আলো
হয়েছে আঁধার,
সেই সব গেঁয়ো কবি – পাড়াগাঁর ভাঁড়
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে ল'য়ে জন্মিয়াছে আজ এই খেতের ফসল;
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ঐ ইদুরের জানে তাহা – জানে তাহ
নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল!
সে সব পেঁচারা আজ বিকালের নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধরে যায় ডেকে ডেকে।
মাটির নিচের থেকে তারা
মৃতের মাথার স্বপ্নে নড়ে উঠে জানায় কী অদ্ভুত ইশারা!

আঁধারের মশা আর নক্ষত্র তা জানে –
আমরাও আসিয়াছি ফসলের মাঠের আহ্বানে।
সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে, পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে

www.bengaliebook.com

শহর – বন্দর – বস্তি – কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে
আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে;
শরীরের অবসাদ – হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।

শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভিজা পথ ধরে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই মরে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি – পাড়াগার ভাঁড়ের মতন!

– জমি উপড়ায়ে ফেলে চলে গেছে চাষা
নতুন লাঙল তার পড়ে আছে – পুরনো পিপাসা
জেগে আছে মাঠের উপরে;
সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা অই আমাদের তরে!
হেমন্তের ধান ওঠে ফলে –
দুই পা ছড়ায়ে বস এইখানে পৃথিবীর কোলে।
আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ
অবসর আছে তার – অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চলে যাবে পশ্চিমের পানে –
এটুকু সময় তাই কেটে যাক রূপ আর কামনার গানে!

৩

ফুরোনো ক্ষেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নাই – কোনো কৃষকের মতো দরকার নাই
দূরে মাঠে গিয়ে আর!
রোধ – অবরোধ – ক্লেশ – কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময় –
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে

www.bengaliebook.com

কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়!
আমার চোখের পাশে আনিয়ো না সৈন্যদের মশালের আগুনের রঙ
দামামা থামায়ে ফেল – পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ!

এখানে নাহিকো কাজ – উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষন্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়!
সকল পড়ন্ত রোদ চারি দিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন –
জেগে থেকে ঘুমবার সাধ ভালোবেসে।

এখানে চকিত হতে হবে নাকো – ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময়;
উদ্যমের ব্যথা নাই – এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়!
এই খানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে!
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর –
রাখিবে না চোখ আর নয়নের পর;
ভালোবাসা আসিবে না –
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর!

অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষন্ন সময়
পৃথিবীর মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়;
সকল পড়ন্ত রোদ চারি দিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,

www.bengaliebook.com

এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার
সাধ ভালোবেসে!

www.bengaliebook.com

কার্তিক মাঠের চাঁদ (মাঠের গল্প)

জেগে ওঠে হৃদয়ে আবেগ –
পাহাড়ের মতো অই মেঘ
সঙ্গে লয়ে আসে
মাঝরাতে কিংবা শেষরাতে আকাশে
যখন তোমারে! –
মৃত কে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে!
ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চলে
তরাসে ছেলের মতো- আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্ব'লে
অনেক সময়-
তারপর তুমি এলে, মাঠের শিয়রে- চাঁদ-
পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হয়েছে যা- তারপর হাতছাড়া হয়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে- আজও তুমি তার স্বাদ লয়ে
আর-একবার তবু দাঁড়ায়েছ এসে!
নিড়োনো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চার দিকে,
শস্যের ক্ষেত চেষে চেষে
গেছে চাষা চ'লে;
তাদের মাটির গল্প- তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হলে
অনেক তবুও থাকে বাকি-
তুমি জানো- এ পৃথিবীর আজ জানে তা কি!

www.bengaliebook.com

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাকে শুনি –
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারি পাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জোছনার শরীরের স্বাদ যেন্!
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে – যেইখানে জোছনা আর নাই
পুরুষহিরণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;
তাহারা পেতেছে টের
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে

জোছনায় –
পিপাসার সন্ত্বনায় – অঘ্রাণে – আস্বাদে!
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু;
কেবন পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
লালসা – আকাঙক্ষা – সাধ – প্রেম স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে;
এই খানে আমার নক্‌টার্ন –|

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের – নখের কথা ভূলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নীচে – জোছনায়!
মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।

– তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জোছনায়।
ঘুমাতে পারি না আর;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি;
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণি আবার ডাকে;

এইখানে পড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে – আলোয় তারে দেখা যাবে –
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা পড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
মাংস খাওয়া হল তবু শেষ?
কেন শেষ হবে?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জোছনায় – দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মতো?

আমার হৃদয় – এক পুরুষহরিণ –
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয় – চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিল নাকি

www.bengaliebook.com

জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমারও পড়ে থাকি;
বিয়োগের – বিয়োগের – মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো –
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা মৃত্যু পাই;
পাই না কি?
দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়।
ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন –
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদের ও হৃদয়
কথা ভেবে – কথা ভেবে – ভেবে।

এই ব্যথা এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে –
কোথাও ফড়িঙে – কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জোছনায় অই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

www.bengaliebook.com

কয়েকটি লাইন

কেউ যাহা জানে নাই কোনো একবানী –
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছ যে সুর –
ফুরায়েছে পুরনো তা – কোনো এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি, আমার মতন
আর নাই কেউ!
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার: শেষ মুহূর্তের
আমি এক – সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি;
আমার পায়ের শব্দ শোনো –
নতুন এ, আর সব হারানো – পুরনো।
উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো দুর্দশার গান,
কে কবির প্রাণ
উৎসাহে উঠেছে শুধু ভরে –
সেই কবি – সেও যাবে সরে;
যে কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ
শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটির আর রক্তের কর্কশ স্বাদ,
যে বুঝেছে, প্রলাপের ঘোরে
যে বকেছে – সেও যাবে সরে;

www.bengaliebook.com

একে একে সবই
ডুবে যাবে – উৎসবের কবি,
তবু বলিতে কি পারো
যাতনা পাবে না কেউ আরো?
যেইদিন তুমি যাবে চ'লে
পৃথিবী গাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে?
কিংবা যদি গায় – পৃথিবী যাবে কি তবু ভুলে
একদিন যেই ব্যথা ছিল সত্য তার?
আনন্দের আবর্তনে আজিকে আবার
সেদিনের পুরানো আঘাত
ভুলিবে সে? ব্যথা যারা সয়ে গেছে রাত্রি – দিন
তাহাদের আর্ত ডান হাত
ঘুম ভেঙে জানাবে নিষেধ;
সব ক্লেশ আনন্দের ভেদ
ভুল মনে হবে;
সৃষ্টির বুকের পরে ব্যথা লেগে রবে,
শয়তানের সুন্দর কপালে
পাপের ছাপের মতো সেইদিনও! –
মাঝরাতে মোম যারা জ্বালে,
রোগা পায়ে করে পাইচারি,
দেয়ালে যাদের ছায়া পড়ে সারি সারি
সৃষ্টির দেয়ালে –
আহ্লাদ কি পায় নাই তারা কোনোকালে?
যেই উড়ো উৎসাহেব উৎসবের রব
ভেসে আসে – তাই শুনে জাগে নি উৎসব?
তবে কেন বিহ্বলের গান

গায় তারা! – বলে কেন, আমাদের প্রাণ
পথের আহত
মাছিদের মতো!

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো ব্যর্থতার গান;
শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান –
তাই আসি,
নানা কাজ তার
আমরা মিটায়ে যাই –
জাগিবার কাল আছে – দরকার আছে ঘুমাবার;
এই সচ্ছলতা
আমাদের;আকাশ কহিছে কোন্ কথা
নক্ষত্রের কানে?
আনন্দের? দুর্দশার? পড়ি নাকো। সৃষ্টির আহ্বানে
আসিয়াছি।
সময়সিন্ধুর মতো:
তুমিও আমার মতো সমুদ্রের পানে, জানি, রয়েছ তাকায়ে,
ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে
ঘুম ভেঙে যায় বার বার
তোমার – আমার!
জানি না তো কোন্ কথা কও তুমি ফেনার কাপড়ে বুক ঢেকে,
ওপারের থেকে;
সমুদ্রের কানে
কোন্ কথা কই আমি এই পারে – সে কি কিছু জানে?
আমিও তোমার মতো রাতের সিন্ধুর দিকে রয়েছি তাকায়ে,

ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে
ঘুম ভেঙে যায় বার বার
তোমার আমার!

কোথাও রয়েছ, জানি, তোমারে তবুও আমি ফেলেছি হারায়ে;
পথ চলি – ঢেউ ভেজে পায়ে;
রাতের বাতাস ভেসে আসে,
আকাশে আকাশে
নক্ষত্রের পরে
এই হাওয়া যেন হা হা করে!
হু হু করে ওঠে অন্ধকার!
কোন্ রাত্রি – আঁধারের পার
আজ সে খুঁজিছে!
কত রাত ঝরে গেছে – নিচে – তারও নিচে
কোন্ রাত – কোন্ অন্ধকার
একবার এসেছিল – আসিবে না আর।
তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু – ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর!
অন্ধকার – নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা
রুধিবে পিপাসা
যেতেছে জাগায়ে

www.bengaliebook.com

ছেঁড়া দেহে – ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছ জলের মতন –
রাতের বাতাস তুমি – বাতাসে সিন্ধু – ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর!

গান গায়, যেখানে সাগর তার জলের উল্লাসে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে,
যেখানে সমস্ত রাত ভ'রে,
নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে
যেই খানে,
পৃথিবীর কানে
শস্য গায় গান,
সোনার মতন ধান
ফ'লে ওঠে যেইখানে –
একদিন – হয়তো – কে জানে
তুমি আর আমি
ঠান্ডা ফেনা ঝিনুকের মতো চুপে থামি
সেইখানে বর পড়ে!
যেখানে সমস্ত রাত্রি রক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে,
গান গায় সিন্ধু তার জলের উল্লাসে।

ঘুমাতে চাও কি তুমি?
অন্ধকারে ঘুমাতে কি চাই? –
ঢেউয়ের গানের শব্দ

www.bengaliebook.com

সেখানে ফেনার গন্ধ নাই?
কেহ নাই – আঙুলের হাতের পরশ
সেইখানে নাই আর –
রূপ যেই স্বপ্ন আনে, স্বপ্নে বুকে জাগায় যে রস
সেইখানে নাই তাহা কিছু;
ঢেউয়ের গানের শব্দ
যেখানে ফেনার গন্ধ নাই –
ঘুমাতে চাও কি তুমি?
সেই অন্ধকারে আমি ঘুমাতে কি চাই!
তোমারে পাব কি আমি কোনোদিন? – নক্ষত্রের তলে
অনেক চলার পথ – সমুদ্রের জলে
গানের অনেক সুর – গানের অনেক সুর – বাজে –
ফুরাবে এ – সব, তবু.... তুমি যেই কাজে
ব্যস্ত আজ – ফুরাবে না জানি;
একদিন তবু তুমি তোমার আঁচলকানি
টেনে লবে; যেটুকু করার ছিল সেইদিন হয়ে গেছে শেষ,
আমার এ সমুদ্রের দেশ
হয়তো হয়েছে স্তব্ধ সেইদিন, – আমার এ নক্ষেত্রের রাত
হয়তো সরিয়া গেছে – তবু তুমি আসিবে হঠাৎ
গানের অনেক সুর – গানের অনেক সুর সমুদ্রের জলে,
অনেক চলার পথ নক্ষত্রের তলে!

আমার নিকট থেকে
তোমারে নিয়েছে কেটে কখন সময়!
চাঁদ জেগে রয়
তারা ভরা আকাশের তলে,

www.bengaliebook.com

জীবন সবুজ হয়ে ফলে,
শিশিরের শব্দে গান গায়
অন্ধকার, আবেগ জানায়
রাতের বাতাস!
মাটি ধুলো কাজ করে – মাঠে মাঠে ঘাস
নিবিড় – গভীর হয়ে ফলে!
তারা ভরা আকাশের তলে
চাঁদ তার আকাঙ্খার স্থল খুঁজে লয় –
আমার নিকট থেকে তোমারে নিয়েছে কেটে যদিও সময়।
একদিন দিয়েছিলে যেই ভালোবাসা,
ভুলে গেছ আজ তার ভাষা!
জানি আমি, তাই
আমিও ভুলিয়া যেতে চাই
একদিন পেয়েছি যে ভালোবাসা
তার স্মৃতি আর তার ভাষা;
পৃথিবীতে যত ক্লান্তি আছে,
একবার কাছে এসে আসিতে চায় না আর কাছে
যে – মুহুর্তে;
একবার হয়ে গেছে, তাই যাহা গিয়েছে ফুরায়ে
একবার হেঁটেছে যে, তাই যার পায়ে
চলিবার শক্তি আর নাই;
সব চেয়ে শীত, তৃপ্ত তাই।
কেন আমি গান গাই?
কেন এই ভাষা
বলি আমি! এমন পিপাসা
বার বার কেন জাগে!

পড়ে আছে যতটা সময়
এমনি তো হয়।

জীবন

১

চারি দিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর –
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান!
ফসল উঠিছে ফলে – রসে রসে ভরিছে শিকড়;
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ।
সে কোন প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে!
আমার দেহের গন্ধ পাই তার শরীরের ঘ্রাণ –
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে!
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে – তার সাথে সেও আছে জেগে!

২

নক্ষত্রের আলো জ্বেলে পরিস্কার আকাশের পর
কখন এসেছে রাত্রি! – পশ্চিমের সাগরের জলে
তার শব্দ; উত্তর সমুদ্র তার, দক্ষিণ সাগর
তাহার পায়ের শব্দে – তাহার পায়ের কোলাহলে
ভরে ওঠে; এসেছে সে আকাশের নক্ষত্রের তলে
প্রথম যে এসেছিল, তারই মতো – তাহার মতন
চোখ তার, তাহার মতন চুল, বুকের আঁচলে
প্রথম মেয়ের মতো – পৃথিবীর নদী মঠ বন
আবার পেয়েছে তারে – সমুদ্রের পারে রাত্রি এসেছে এখন!

৩

সে এসেছে – আকাশের শেষ আলো পশ্চিমের মেঘে
সন্ধ্যার গহ্বর খুঁজে পালায়েছে! – রক্তে রক্তে লাল

হয়ে গেছে বুক তার আহত চিতার মতো বেগে
পালায়ে গিয়েছে রোদ – সরে গেছে আলোর বৈকাল!
চলে গেছে জীবনের আজ এক – আর এক কাল
আসিত না যদি আর আলো লয়ে – রৌদ্র সঙ্গে লয়ে!
এই রাত্রি নক্ষত্র সমুদ্র লয়ে এমন বিশাল
আকাশের বুক থেকে পড়িত না যদি আর ক্ষ'য়ে
রয়ে যেত – যে গান শুনি নি আর তাহার স্মৃতির মতো হয়ে!

৪

যে পাতা সবুজ ছিল, তবুও হলুদ হতে হয় –
শীতের হাড়ের হাত আজও তারে যায় নাই ছুঁয়ে –
যে মুখ যুবার ছিল, তবু যার হয়ে যায় ক্ষয়,
হেমন্ত রাতের আগে ঝরে যায় – পড়ে যায় নুয়ে –
পৃথিবীর এই ব্যথা বিহ্বলতা অন্ধকারে ধুয়ে
পূর্ব সাগরের ঢেউয়ে জলে জলে, পশ্চিম সাগরে
তোমার বিনুনি খুলে – হেঁট হয়ে – পা তোমার থুয়ে –
তোমার নক্ষত্র জ্বেলে – তোমার জলের স্বরে স্বরে
রয়ে যেতে যদি তুমি আকাশের নিচে – নীল পৃথিবীর 'পরে!

৫

ভোরের সূর্যের আলো পৃথিবীর গুহায় যেমন
মেঘের মতন চুল – অন্ধকার চোখের আস্বাদ
একবার পেতে চায় – যে জন রয় না – যেই জন
চলে যায়, তারে পেতে আমাদের বুজে যেই সাধ –
যে ভালোবেসেছে শুধু, হয়ে গেছে হৃদয় অবাধ
বাতাসের মতো যার – তাহার বুকের গান শুনে

www.bengaliebook.com

মনে যেই ইচ্ছা জাগে – কোনোদিন দেখে নাই চাঁদ
যেই রাত্রি – নেমে আসে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরে শুনে
যেই রাত্রি, আমি তার চোখে চোখ, চুলে তার চুল নেব বুনে!

৬
তুমি রয়ে যাবে তবু, অপেক্ষায় রয় না সময়
কোনোদিন; কোনোদিন রবে না সে পথ থেকে স'রে!
সকলেই পথ চলে – সকলেই ক্লান্ত তবু হয় –
তবুও দুজন কই বসে থাকে হাতে হাত ধরে!
তবুও দুজন কই কে কাহারে রাখে কোলে করে!
মুখে রক্ত ওঠে – তবু কমে কই বুকের সাহস!
যেতে হবে – কে এসে চুলের ঝুটি টেনে লয় জোরে!
শরীরের আগে কবে ঝরে যায় হৃদয়ের রস!
তবু, চলে – মৃত্যুর ঠোঁটের মতো দেহ যায় হয় নি অবশ!

৭
হলদে পাতার মতো আমাদের পথে ওড়াউড়ি! –
কবরের থেকে শুধু আকাঙক্ষার ভূত লয়ে খেলা!
আমরাও ছায়া হয়ে ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুরি!
মনের নদীর পার নেমে আসে তাই সন্ধ্যাবেলা
সন্ধ্যার অনেক আগে! – দুপুরেই হয়েছি একেলা!
আমরাও চরি – ফিরি কবরের ভূতের মতন!
বিকালবেলার আগে ভেঙে গেছে বিকালের মেলা –
শরীর রয়েছে, তবু মরে গেছে আমাদের মন!
হেমন্ত আসে নি মাঠে – হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন!

৮

www.bengaliebook.com

শীত রাত ঢের দূরে – অস্থি তবু কেঁপে ওঠে শীতে!
শাদা হাতুদুটো শাদা হাড় হয়ে মৃত্যুর খবর
একবার মনে আনে – চোখ বুজে তবু কি ভুলিতে
পারি এই দিনগুলো! – আমাদের রক্তের ভিতর
বরফের মতো শীত – আগুনের মতো তবু জ্বর!
যেই গতি – সেই শক্তি পৃথিবীর অন্তরে পঞ্জরে –
সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর –
তেমনি স্ফুলিঙ্গ এক আমাদের বুকে কাজ করে!
শস্যের কীটের আগে আমাদের হৃদয়ের শস্য তবু মরে!

৯
যতদিন রয়ে যাই এই শক্তি রয়ে যায় সাথে –
বিকালের দিকে যেই ঝড় আসে তাহার মতন!
যে ফসল নষ্ট হবে তারই ক্ষেত উড়াতে ফুরাতে
আমাদের বুকে এসে এই শক্তি করে আয়োজন!
নতুন বীজের গন্ধে ভরে দেয় আমাদের মন
এই শক্তি – একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল! –
এরই জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
আহ্লাদে ফেলিবে ভরে অলক্ষিত আকাশের তল!
দুরন্ত চিতার মতো গতি তার – বিদ্যুতের মতো সে চঞ্চল!

১০
অঙ্গারের মতো তেজ কাজ করে অন্তরের তলে –
যখন আকাঙ্ক্ষা এক বাতাসের মতো বয়ে আসে,
এই শক্তি আগুনের মতো তার জিভ তুলে জ্বলে!
ভস্মের মতন তাই হয়ে যায় হৃদয় ফ্যাকাশে!

www.bengaliebook.com

জীবন ধোঁয়ার মতো, জীবন ছায়ার মতো ভাসে;
যে অঙ্গার জ্বলে জ্বলে নিভে যাবে, হয়ে যাবে ছাই –
সাপের মতন বিষ লয়ে সেই আগুনের ফাঁসে
জীবন পুড়িয়া যায় – আমরাও ঝরে পুড়ে যাই!
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মতো শক্তি – তবু শক্তি চাই।

১১
জানো তুমি? শিখেছ কি আমাদের ব্যর্থতার কথা? –
হে ক্ষমতা, বুকে তুমি কাজ কর তোমার মতন! –
তুমি আছ – রবে তুমি – এর বেশি কোনো নিশ্চয়তা
তুমি এসে দিয়েছ কি? – ওগো মন, মানুষের মন –
হে ক্ষমতা, বিদ্যুতের মতো তুমি সুন্দর – ভীষণ!
মেঘের ঘোড়ার পরে আকাশের শিকারীর মতো –
সিন্ধুর সাপের মতো লক্ষ ঢেউয়ে তোল আলোড়ন!
চমৎকৃত কর – শরীরের তুমি করেছ আহত! –
যতই জেগেছ – দেহ আমাদের ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে যে তত!

১২
তবু তুমি শীত রাতে আড়ষ্ট সাপের মতো শুয়ে
হৃদয়ের অন্ধকারে পড়ে থাক – কুন্ডলী পাকায়ে! –
অপেক্ষায় বসে থাকি – স্ফুলিঙ্গের মতো যাবে ছুঁয়ে
কে তোমারে! – ব্যাধের পায়ের পাড়া দিয়ে যাবে গায়ে
কে তোমারে! কোন অশ্রু, কোন্ পীড়া হতাশার ঘায়ে
কখন জাগিয়া ওঠো – স্থির হয়ে বসে আছি তাই।
শীত রাত বাড়ে আরো – নক্ষত্রেরা যেতেছে হারায়ে –
ছাইয়ে যে আগুন ছিল সেই সবও হয়ে যায় ছাই!

তবুও আরেকবার সব ভস্মে অন্তরের আগুন ধরাই।

১৩

অশান্ত হাওয়ার বুকে তবু আমি বনের মতন
জীবনেরে ছেড়ে দিছি! – পাতা আর পল্লবের মতো
জীবন উঠেছে বেজে শব্দে – স্বরে; যতবার মন
ছিঁড়ে গেছে, হয়েছে দেহের মতো হৃদয় আহত
যতবার – উড়ে গেছে শাখা, পাতা পড়ে গেছে যত –
পৃথিবীর বন হয়ে – ঝড়ের গতির মতো হয়ে,
বিদ্যুতের মতো হয়ে আকাশের মেঘে ইতস্তত;
একবার মৃত্যু লয়ে – একবার জীবনের লয়ে
ঘূর্ণির মতন বয়ে যে বাতাসে ছেঁড়ে – তার মতো গেছি বয়ে!

১৪

কোথায় রয়েছে আলো আঁধারের বীণার আস্বাদ!
ছিন্ন রুগ্ন ঘুমন্তের চোখে এক সুস্থ স্বপ্ন হয়ে
জীবন দিয়েছে দেখা – আকাশের মতন অবাধ
পরিচ্ছন্ন পৃথিবীতে, সিন্ধুর হাওয়ার মতো বয়ে
জীবন দিয়েছে দেখা – জেগে উঠে সেই ইচ্ছা লয়ে
আড়ষ্ট তারার মতো চমকায়ে গেছি শীতে – মেঘে!
ঘুমায়ে যা দেখি নাই, জেগে উঠে তার ব্যথা সয়ে
নির্জন হতেছে ঢেউ হৃদয়ের রক্তের আবেগে!
– যে আলো নিভিয়া গেছে তাহার ধোঁয়ার মতো প্রাণ আছে জেগে।

১৫

নক্ষত্র জেনেছে কবে অই অর্থ মৃঙ্খলার ভাষা!
বীণার তারের মতো উঠিতেছে বাজিয়া আকাশে

www.bengaliebook.com

তাদের গতির ছন্দ – অবিরত শক্তির পিপাসা
তাহাদের, তবু সব তৃপ্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে আসে!
আমাদের কাল চলে ইশারায় – আভাসে আভাসে!
আরম্ভ হয় না কিছু – সমস্তের তবু শেষ হয় –
কীট যে ব্যর্থতা জানে পৃথিবীর ধুলো মাটি ঘাসে
তারও বড় ব্যর্থতার সাথে রোজ হয় পরিচয়!
যা হয়েছে শেষ হয় শেষ হয় কোনোদিন যা হবার নয়!

১৬

সমস্ত পৃথিবীর ভরে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
দোলা দিয়ে গেল কবে! বাসি পাতা ভুতের মতন
উড়ে আসে! – কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস –
যক্ষ্মার রোগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন! –
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!
মরণ – সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে!
বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁচড়ায় – করে প্রাণপণ –
এই নক্ষত্রের তলে একবার তারা যদি আসে –
রাত্রিরে দেখিয়া যায় একবার সমুদ্রের পারের আকাশে! –

১৭

মৃত্যুরেও তবে তারা হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো!
সব সাধ জেনেছে যে সেও চায় এই নিশ্চয়তা!
সকল মাটির গন্ধ আর সব নক্ষত্রের আলো
যে পেয়েছে – সকল মানুষ আর দেবতার কথা
যে জেনেছে – আর এক ক্ষুধা তবু – এক বিহ্বলতা
তাহারও জানিতে হয়! এইমতো অন্ধকারে এসে! –

www.bengaliebook.com

জেগে জেগে যা জেনেছ – জেনেছ তা – জেগে জেনেছ তা –
নতুন জানিবে কিছু হয়তো বা ঘুমের চোখে সে!
সব ভালোবাসা যার বোঝা হল – দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে!

১৮
কিংবা এই জীবনের একবার ভালোবেসে দেখি!
পৃথিবীর পথে নয় – এইখানে – এইখানে বসে –
মানুষ চেয়েছে কিবা? পেয়েছে কি? কিছু পেয়েছে কি!
হয়তো পায় নি কিছু – যা পেয়েছে, তাও গেছে খসে
অবহেলা করে করে কিংবা তার নক্ষত্রের দোষে –
ধ্যানের সময় আসে তারপর – স্বপ্নের সময়!
শরীর ছিঁড়িয়া গেছে – হৃদয় পড়িয়া গেছে ধসে!
অন্ধকার কথা কয় – আকাশের তারা কথা কয়
তারপর, সব গতি থেমে যায় – মুছে যায় শক্তির বিস্ময়!

১৯
কেউ আর ডাকিবে না – এইখানে এই নিশ্চয়তা!
তোমার দু – চোখ কেউ দেখে থাকে যদি পৃথিবীতে
কেউ যদি শুনে থাকে কবে তুমি কী কয়েছ কথা,
তোমার সহিত কেউ থেকে থাকে যদি সেই শীতে –
সেই পৃথিবীর শীতে – আসিবে কি তোমারে চিনিতে
এইখানে সে আবার! – উঠানে পাতার ভিড়ে বসে,
কিংবা ঘরে হয়তো দেয়ালে আলো জ্বেলে দিতে দিতে –
যখন হঠাৎ নিভে যাবে তার হাতের আলো সে –
অসুস্থ পাতার মতো দুলে তার মন থেকে পড়ে যাব খসে!

২০

www.bengaliebook.com

কিংবা কেউ কোনোদিন দেখে নাই – চেনে নি আমারে!
সকালবেলার আলো ছিল যার সন্ধ্যার মতন –
চকিত ভূতের মতো নদী আর পাহাড়ের ধারে
ইশারায় ভূত ডেকে জীবনের সব আয়োজন
আরম্ভ সে করেছিল! কোনোদিন কোনো লোকজন
তার কাছে আসে নাই – আকাঙক্ষার কবরের পরে
পুবের হাওয়ার মতো এসেছে সে হঠাৎ কখন! –
বীজ বুনে গেছে চাষা – সে বাতাস বীজ নষ্ট করে!
ঘুমের চোখের পরে নেমে আসে অশ্রু আর অনিদ্রার স্বরে!

২১

যেমন বৃষ্টির পরে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ এসে
আবার আকাশ ঢাকে – মাঠে মাঠে অধীর বাতাস
ফোঁপায় শিশুর মতো – একবার চাঁদ ওঠে ভেসে
দূরে – কাছে দেখা যায় পৃথিবীর ধান ক্ষেত ঘাস,
আবার সন্ধ্যার রঙে ভরে ওঠে সকল আকাশ –
মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভরে!
যে মরে যেতেছে তার হৃদয়ের সব শেষ শ্বাস
সকল আকাশ আর পৃথিবীর থেকে পড়ে ঝ’রে!
জীবনে চলেছি আমি সে পৃথিবী আকাশের পথ ধরে ধরে!

২২

রাত্রির ফুলের মতো – ঘুমন্তের হৃদয়ের মতো
অন্তর ঘুমায়ে গেছে – ঘুমায়েছে মৃত্যুর মতন!
সারাদিন বুকে ক্ষুধা লয়ে চিতা হয়েছে আহত –
তারপর, অন্ধকার গুহা এই ছায়াভরা বন

www.bengaliebook.com

পেয়েছে সে! অশান্ত হাওয়ার মতো মানুষের মন
বুজে গেছে – রাত্রি আর নক্ষত্রের মাঝখানে এসে!
মৃত্যুর শান্তির স্বাদ এই খানে দিতেছে জীবন
জীবনের এইখানে একবার দেখি ভালোবেসে!
শুনে দেখি – কোন্ কথা কয় রাত্রি, কোন্ কথা নক্ষত্র বলে সে!

২৩

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভরে –
শস্য ফলে গেছে মাঠে – কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা;
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ করে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা –
আবার জানায়ে যায়! কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা – হতাশা –
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন!
মড়ার – কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন!

২৪

হলুদ পাতার মতো – আলোয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেড়া মেঘ আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মতো – রুগ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে –
ঢেউ ভেঙে ঝরে যায় – মরে যায় – কে ফেরাতে পারে!
তবুও ইশারা করে ফাল্গুন রাতের গন্ধে বয়ে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে – হয় নাই – গিয়েছে যা হয়ে,

www.bengaliebook.com

মৃত্যুরেও ডাক তুমি সেই ব্যথা – আকাঙক্ষার অস্থিরতা লয়ে!

২৫

মৃত্যুরে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো – প্রিয়ার মতন!
চকিত শিশুর মতো তার কোলে লুকায়েছি মুখ;
রোগীর জরের মতো পৃথিবীর পথের জীবন;
অসুস্থ চোখের পরে অনিদ্রার মতন অসুখ;
তাই আমি প্রিয়তম প্রিয়া বলে জড়ায়েছি বুক –
ছায়ার মতন আমি হয়েছি তোমার পাশে গিয়া!
যে – ধূপ নিভিয়া যায় তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক –
যে ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমানো গন্ধের মতো স্বপ্ন হয়ে তার ঠোঁটে চুমো দিয়ো, প্রিয়া!

২৬

মৃত্যুকে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধরে।
যে বালক কোনোদিন জানে নাই গহ্বরের ভয়,
পুবের হাওয়ার মতো ভূত হয়ে মন তার ঘোরে! –
নদীর ধারে সে ভূত একদিন দেখেছে নিশ্চয়!
পায়ের তলের পাতা – পাপড়ির মতো মনে হয়
জীবনেরে খসে ক্ষয়ে গিয়েছে যে, তাহার মতন
জীবন পড়িয়া থাকে – তার বিছানায় খেদ – ক্ষয় –
পাহাড় নদীর পারে হাওয়া হয়ে ভূত হয়ে মন
চকিত পাতার শব্দে বাতাসের বুকে তারে করে অন্বেষণ।

২৭

জীবন, আমার চোখে মুখ তুমি দেখেছ তোমার –
একটি পাতার মতো অন্ধকারে পাতা – ঝরা – গাছে –

www.bengaliebook.com

একটি বোঁটার মতো যে ফুল ঝরিয়া গেছে তার –
একাকী তারার মতো, সব তারা আকাশের কাছে
যখন মুছিয়া গেছে – পৃথিবীতে আলো আসিয়াছে –
যে ভালোবেসেছে, তার হৃদয়ের ব্যথার মতন –
কাল যাহা থাকিবে না – আজই যাহা স্মৃতি হয়ে আছে –
দিন রাত্রি – আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন!
সন্ধ্যার মেঘের মতো মুহূর্তের রঙ লয়ে মুহূর্তে নূতন!

২৮

আশঙ্কা ইচ্ছার পিছে বিদ্যুতের মতো কেঁপে ওঠে!
বীণার তারের মতো কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে যায় প্রাণ!
অসংখ্য পাতার মতো লুটে তারা পথে পথে ছোটে –
যখন ঝড়ের মতো জীবনের এসেছে আহ্বান!
অধীর ঢেউয়ের মতো – অশান্ত হাওয়ার মতো গান
কোন্‌দিকে ভেসে যায়! – উড়ে যায় কয় কোন্ কথা! –
ভোরের আলোয় আজ শিশিরের বুকে যেই ঘ্রাণ,
রহিবে না কাল তার কোনো স্বাদ – কোনো নিশ্চয়তা!
পান্ডুর পাতার রঙ গালে, তবু রক্তে তার রবে অসুস্থতা!

২৯

যেখানে আসে নি চাষা কোনোদিন কাস্তে হাতে লয়ে,
জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই যেইখানে এসে,
নিরাশার মতো ফেঁপে চোখ বুজে পলাতক হয়ে
প্রেমের মৃত্যুর চোখে সেইখানে দেখিয়াছি শেষে!
তোমার চোখের পরে তাহার মুখেরে ভালোবেসে
এখানে এসেছি আমি – আর একবার কেঁপে উঠে

অনেক ইচ্ছার বেগে – শান্তির মতন অবশেষে
সব ঢেউ ভেঙে নিয়ে ফেনার ফুলের মতো ফুটে,
ঘুমাব বালির পরে – জীবনের দিকে আর যাব নাকো ছুটে!

৩০

নির্জন রাত্রির মতো শিশিরের গুহার ভিতরে –
পৃথিবীর ভিতরের গহ্বরের মতন নিঃসাড়
রব আমি – অনেক গতির পর – আকাঙক্ষার পরে
যেমন থামিতে হয়, বুজে যেতে হয় একবার –
পৃথিবীর পারে থেকে কবরের মৃত্যুর ওপার
যেমন নিস্তব্ধ শান্ত নিমীলিত শূন্য মনে হয় –
তেমন আস্বাদ এক কিংবা সেই স্বাদহীনতার
সাথে একবার হবে মুখোমুখি সব পরিচয়!
শীতের নদীর বুকের মৃত জোনাকির মুখ তবু সব নয়!

৩১

আবার পিপাসা সব ভূত হয়ে পৃথিবীর মাঠে –
অথবা গ্রহের পরে – ছায়া হয়ে, ভূত হয়ে ভাসে! –
যেমন শীতের রাতে দেখা যায় জোছনা ধোঁয়াটে,
ফ্যাকাশে পাতার পরে দাঁড়ায়েছে উঠানের ঘাসে –
যেমন হঠাৎ দুটো কালো পাখা চাঁদের আকাশে
অনেক গভীর রাতে চমকের মতো মনে হয়;
কার পাখা? – কোন্ পাখি? পাখি সে কি! অথচ সে আসে! –
তখন অনেক রাতে কবরের মুখ কথা কয়!
ঘুমন্ত তখন ঘুমে, জাগিতে হতেছে যার সে জাগিয়া রয়!

৩২

www.bengaliebook.com

বনের পাতার মতো কুয়াশায় হলুদ না হতে
হেমন্ত আসার আগে হিম হয়ে পড়ে গেছি ঝরে! –
তোমার বুকের পরে মুখ আমি চেয়েছি লুকোতে;
তোমার দুইটি চোখ প্রিয়ার চোখের মতো করে
দেখিতে চেয়েছি, মৃত্যু পথ থেকে ঢের দুরে সরে
প্রেমের মতন হয়ে! – তুমি হবে শান্তির মতন!
তারপর সরে যাব – তারপর তুমি যাবে মরে –
অধীর বাতাস লয়ে কাঁপুক না পৃথিবীর বন! –
মৃত্যুর মতন তবু বুজে যাক – ঘুমাক মৃত্যুর মতো মন।

৩৩

নির্জন পাতার মতো আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেড়া মেঘে আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মতো – রুগ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে –
ঢেউ ভেঙে ঝরে যায় – মরে যায় – কে ফেরাতে পারে!
তবুও ইশারা ক'রে ফাল্গুনরাতের গন্ধে বয়ে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে – হয় নাই – গিয়েছে যা হয়ে –
মৃত্যুরেও ডাক তুমি সেই স্মৃতি – আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা লয়ে!

৩৪

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাসাতে গেছে ভ'রে –
শস্য ফলে গেছে মাঠে – কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা;
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ করে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা –

www.bengaliebook.com

মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা –
আবার জানায়ে যায় – কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা – হতাশা –
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন!
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন!

www.bengaliebook.com

নির্জন স্বাক্ষর

তুমি তা জানো না কিছু, না জানিলে-
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে!
যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে?
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই!-
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে!
আমি ঝরে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর' পরে-
আমার সকল গান ও তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে!

রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে-
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে।
জীবনের রঙ তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে!-সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা – আকাশেও নাই তার স্থল-
চেনে নাই তারে অই সমুদ্রের জল!
রাতে রাতে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই, কোনো এক মানুষীর মনে

www.bengaliebook.com

কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে!-
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দে আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে!

একবার এথা ক’য়ে দেশ আর দিকের দেবতা
বোবা হয়ে পড়ে থাকে–ভুলে যায় কথা!
যে-আগুন উঠেছিল তাদের চোখের তলে জ্ব’লে
নিভে যায় – ডুবে যায় – তারা যায় স্খ’লে!
নতুন আকাঙক্ষা আসে – চলে আসে নতুন সময়
পুরনো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,
নতুনেরা আসিতেছে ব’লে!–
আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে স্খ’লে
কোনো এক মানুষীর তরে
যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হ’য়ে তার বুকের উপরে!

আমি সেই পুরোহিত- সেই পুরোহিত!-
যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে-
যেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে-
যে আকাশে জ্বলিতেছে, তার মতো মনের আবেগে
জেগে আছো-
জানিয়াছে তুমি এক নিশ্চয়তা – হয়েছ নিশ্চয়!
হয়ে যায় আকাশের তলে কত আলো- কত আগুনের ক্ষয়;
কতবার বর্তমান হ’য়ে গেছে ব্যথিত অতীত-

www.bengaliebook.com

তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত
যে নক্ষত্র ঝরে যায় তার!
যে পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস- আকাশ তোমার!
জীবনের স্বাদ লয়ে জেগে আছ- তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পার তুমি;
তোমার আকাশের তুমি উষ্ণ হয়ে আছ, তবু-
বাহিরের আকাশের শীতে
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে-
ক্লান্ত হয়ে- শিশিরের মতো শব্দ ক'রে!
জানো নাকো তুমি তার স্বাদ,
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ!
হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন-
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকে পরে শুয়ে রবে? – অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!
তোমার আকাশ – আলো – জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?
আমার বুকের পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই! শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে!
আমি চ'লে যাব – তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেই দিন পৃথিবীর 'পরে;-
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে!

পঁচিশ বছর পরে (মাঠের গল্প)

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে
বলিলাম: ‘একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি, আসিবার ইচ্ছা যদি হয়!-
পঁচিশ বছর পরে!’
এই বলে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে;
তারপর কতবার চাঁদ আর তারা,
মাঠে মাঠে মরে গেল, ইদুর – পেচাঁরা
জোছনায় ধানক্ষেতে খুঁজে
এল-গেল। -চোখ বুজে
কতবার ডানে আর বায়ে
পড়িল ঘুমায়ে
কত-কেউ! – রহিলাম জেগে
আমি একা – নক্ষত্র যে বেগে
ছুটিছে আকাশে
তার চেয়ে আগে চলে আসে
যদিও সময়-
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয়!-

তারপর – একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভরে আছে মাঠে- -
পাতায় শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে দিকে, চুড়ায়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে – পথের উপর

পাখির ডিমের খোলা, ঠান্ডা- কড়কড়!
শসাফুল – দু-একটা নষ্ট শাদা শসা
মাকড়ের ছেঁড়া জাল, শুকনো মাকড়সা
লতায় – পাতায়;
ফুটফুটে জোছনারাতে পথ চেনা যায়;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায় – ইদুর পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, ক্ষুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজও মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে!

www.bengaliebook.com

পরস্পর

মনে পড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম, শোনো তবে –
শুনিতে লাগিল সবে,
শুনিল কুমার;
কহিলাম, দেখেছি সে চোখ বুজে আছে,
ঘুমানো সে এক মেয়ে – নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে:
সেইখানে আর নাই কেহ –
এক ঘরে পালঙ্কের ‘পরে শুধু একখানা দেহ
পড়ে আছে – পৃথিবীর পথে পথে রূপ খুঁজে খুঁজে
তারপর – তারে আমি দেখেছি গো – সেও চোখ বুজে
পড়ে ছিল – মসৃণ হাড়ের মতো শাদা হাতদুটি
বুকের উপরে তার রয়েছিল উঠি!
আসিবে না গতি যেন কোনোদিন তাহার দু – পায়ে,
পাথরের মতো শাদা গায়ে
এর যেন কোনোদিন ছিল না হৃদয় –
কিংবা ছিল – আমার জন্য তা নয়!
আমি গিয়ে তাই তারে পারি নি জাগাতে,
পাষাণের মতো হাত পাষাণের হাতে
রয়েছে আড়ষ্ট হয়ে লেগে;
তবুও, হয়তো তবু উঠিবে সে জেগে
তুমি যদি হাত দুটি ধরো গিয়ে তার!
ফুরালাম রূপকথা, শুনিল কুমার।
তারপর, কহিল কুমার,
আমিও দেখেছি তারে – বসন্তসেনার
মতো সেইজন নয়, কিংবা হবে তাই –

ঘুমন্ত দেশের সেও বসন্তসেনাই!

মনে পড়ে,শোনো,মনে পড়ে
নবমী ঝরিয়া গেছে নদীর শিয়রে –
(পদ্মা – ভাগীরথী – মেঘনা – কোন্ নদী যে সে –
সে সব জানি কি আমি! – হয়তো বা তোমাদের দেশ
সেই নদী আজ আর নাই,
আমি তবু তার পারে আজও তো দাড়াই!)
সেদিন তারার আলো – আর নিবু-নিবু জোছনায়
পথ দেখে, যেইখানে নদী ভেসে যায়
কান দিয়ে তার শব্দ শুনে,
দাড়ায়েছিলাম গিয়ে মাঘরাতে, কিংবা ফাল্গুনে।
দেশ ছেড়ে শীত যায় চলে
সে সময়, প্রথম দখিনে এসে পড়িতেছে বলে
রাতারাতি ঘুম ফেঁসে যায়,
আমারও চোখের ঘুম খসেছিল হায় –
বসন্তের দেশে
জীবনের – যৌবনের! – আমি জেগে, ঘুমন্ত শুয়ে সে!
জমানো ফেনার মতো দেখা গেল তারে
নদীর কিনারে!
হাতির দাঁতের গড়া মূর্তির মতন
শুয়ে আছে – শুয়ে আছে – শাদা হাতে ধব্‌ধবে স্তন
রেখেছে সে ঢেকে!
বাকিটুকু – থাক্ – আহা, একজনে দেখে শুধু – দেখে না অনেকে
এই ছবি!
দিনের আলোয় তার মুছে যায় সবই! –

আজও তবু খুঁজি
কোথায় ঘুমন্ত তুমি চোখ আছ বুজি!
কুমারের শেষ হলে পরে –
আর – এক দেশের এক রূপকথা বলিল আর – একজন,
কহিল সে উত্তর – সাগরে
আর নাই কেউ! –
জোছনা আর সাগরের ঢেউ
উচুনিচু পাথরের পরে
হাতে হাত ধরে
সেইখানে; কখন জেগেছে তারা – তারপর ঘুমাল কখন!
ফেনার মতন তারা ঠান্ডা – শাদা
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায় সাগরের জলে!
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে।
সেই জলমেয়েদের স্তন
ঠান্ডা, শাদা, বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল!
কাচের গুড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!
পায়ে – চলা পথ ছেড়ে ভাসে তারা সাগরের গায়ে –
কাঁকরের রক্ত কই তাহাদের পায়ে!
রূপার মতন চুল তাহাদের ঝিক্‌মিক্ করে
উত্তর সাগরে

www.bengaliebook.com

বরফের কুঁচির মতন
সেই জলমেয়েদের স্তন
মুখ বুক ভিজে
ফেনার শেমিজে
শরীর পিছল!
কাচের গুড়ির মতো শিশিরের জল
চাদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!
উত্তর সাগরে!

সবাই থামিলে পরে মনে হল – এক দিন আমি যাব চলে
কল্পনার গল্প সব বলে;
তারপর, শীত – হেমন্তের শেষে বসন্তের দিন
আবার তো এসে যাবে;
এক কবি – তন্ময়, শৌখিন,
আবার তো জন্ম নেবে তোমাদের দেশে!
আমরা সাধিয়া গেছি যার কথা – পরীর মতন এক ঘুমোনো মেয়ে সে
হীরের ছুরির
মতো গায়ে
আরো ধার লবে সে শানায়ে!
সেইদিনও তার কাছে হয়তো রবে না আর কেউ –
মেঘের মতন চুল – তার সে চুলের ঢেউ
এমনি পড়িয়া রবে পাল্ঙ্েকের পর –
ধূপের ধোঁয়ার মতো ধলা সেই পুরীর ভিতর।
চার পাশে তার
রাজ – যুবরাজ – জেতা – যোদ্ধাদের হাড়

গড়েছে পাহাড়!
এ রূপকার এই রূপসীর ছবি
তুমি দেখিবে এসে,
তুমিও দেখিবে এসে কবি!
পাথরের হাতে তার রাখিবে তো হাত –
শরীরে ননীর ছবি ছুয়ে দেখো চোখা ছুরি – ধারালো হাতির দাঁত!
হাড়েরই কাঠামো শুধু – তার মাঝে কোনোদিন হৃদয় মমতা
ছিল কই! – তবু, সে কি জেগে যাবে? কবে সে কি কথা
তোমার রক্তের তাপ পেয়ে? –
আমার কথায় এই মেয়ে, এই মেয়ে!
কে যেন উঠিল ব'লে, তোমরা তো বলো রূপকথা –
তেপান্তরে গল্প সব, ওর কিছু আছে নিশ্চয়তা!
হয়তো অমনি হবে, দেখি নিকো তাহা;
কিন্তু, শোনো – স্বপ্ন নয় – আমাদেরই দেশে কবে, আহা! –
যেখানে মায়াবী নাই – জাদু নাই কোনো –
এ দেশের – গাল নয়, গল্প নয়, দু – একটা শাদা কথা শোনো!
সেও এক রোদে লাল দিন,
রোদে লাল – সবজির গানে গানে সহজ স্বাধীন
একদিন, সেই একদিন!
ঘুম ভেঙে গিয়েছিল চোখে,
ছেড়া করবীর মতো মেঘের আলোকে
চেয়ে দেখি রূপসী কে পড়ে আছে খাটের উপরে!
মায়াবীর ঘরে
ঘুমন্ত কন্যার কথা শুনেছি অনেক আমি, দেখিলাম তবু চেয়ে চেয়ে
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর মানুষের দেশের মতন;

www.bengaliebook.com

রূপ ঝরে যায় – তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন –
যে যৌবন ছিড়ে় ফেঁড়ে় যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে! –
শরীরের ঘুণ রাখে ঢেকে
ব্যর্থতা লুকায়ে রাখে বুকে,
দিন যায় যাহাদের অসাধে, অসুখে! –
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখে ঠোঁটে অসুবিধা – ভিতরে অসুখ!
কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে! –
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর ফোপরার মতো করে এরে লয়ে শুষে
দেবতা গর্ন্ধব নাগ পশু মানুষ!..
সবাই উঠিল বলে – ঠিক – ঠিক – ঠিক!
আবার বলিল সেই সৌন্দর্য তান্ত্রিক,
আমায় বলেছে সে কী শোনো –
আর একজন এই –
পরী নয়, মানুষও সে হয় নি এখনও;
বলেছে সে, কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে
দেখা হবে? – আসিবে তো? – তুমি আসিবে তো!
দেখা যদি পেত!
নিকটে বসায়ে
কালো খোঁপা ফেলিত খসায়ে –
কী কথা বলিতে গিয়ে থেমে যেত শেষে
ফিক্ করে হেসে!

www.bengaliebook.com

তবু আরো কথা
বলিতে আসিতে – তবু, সব প্রগল্‌ভতা
থেকে যেত!
খোঁপা বেঁধে, ফের খোঁপা ফেলিত খসায়ে –
সরে যেত, দেয়ালের গায়ে
রহিত দাঁড়ায়ে!
রাত ঢের – বাড়িবে আরো কি
এই রাত! – বেড়ে যায়, তবু, চোখোচোখি
হয় নাই দেখা
আমাদের দুজনার! দুইজন, একা! –
বারবার চোখ তবু কেন ওর ভরে আসে জলে!
কেন বা এমন করে বলে,
কাল সাঁঝরাতে
আমার তোমার সাথে
দেখা হবে? – আসিবে তো? তুমি আসিবে তো! –
আমি না কাঁদিতে কাঁদে.. দেখা যদি পেত!..
দেখা দিয়ে বলিলাম, কে গো তুমি? – বলিল সে তোমার বকুল,
মনে আছে? – এগুলো কী? বাসি চাঁপাফুল?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে', – ভালোবাসো?' – হাসি পেল – হাসি!
ফুলগুলো বাসি নয়, আমি শুধু বাসি!'
আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে
নিবানো মাটির বাতি জ্বেলে
চলে এল কাছে –
জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে –
আজও এত চুল!
চেয়ে দেখি – দুটো হাত, ক – খানা আঙুল

একবার চুপে তুলে ধরি;
চোখদুটো চুন – চুন – মুখ খড়ি – খড়ি!
থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি –
সব বাসি, সব বাসি – একবারে মেকি!

www.bengaliebook.com

পাখিরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে –
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি;
– এখন সে কত রাত!
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর
তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে,
চোখ আর চায় না ঘুমাতে;
জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয়;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে –
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময়?
সাগরের অই পারে – আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের পর
নেমেছিল তারা তারপর –
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে!

বাদামি – সোনালি – শাদা – ফুটফুটে ডানার ভিতরে

www.bengaliebook.com

রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল –
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে!

কোথাও জীবন আছে – জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে – সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে –
কোথাও রয়েছে পড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

তারপর চলে যায় কোন্ এক ক্ষেতে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে যেতে
সে কি কথা কয়?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়!
অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসা সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ – গভীর – গভীর।

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

www.bengaliebook.com

পিপাসার গান

কোনো এক অন্ধকারে আমি
যখন যাইব চলে – আরবার আসিব কি নামি
অনেক পিপাসা লয়ে এ মাটির তীরে
তোমাদের ভিড়ে!
কে আমারে ব্যথা দেছে – কে বা ভালোবাসে –
সব ভুলে, শুধু মোর দেহের তালাসে
শুধু মোর স্নায়ু শিরা রক্তের তরে
এ মাটির পরে
আসিব কি নেমে!
পথে পথে – থেমে – থেমে – থেমে
খুঁজিব কি তারে –
এখানের আলোয় আঁধারে
যেইজন বেঁধেছিল বাসা!
মাটির শরীরে তার ছিল যে পিপাসা
আর যেই ব্যথা ছিল – যেই ঠোঁট চুল
যেই চোখ, যেই হাত, আর যে আঙুল
রক্ত আর মাংসের স্পর্শসুখভরা
যেই দেহ একদিন পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা
পেয়েছিল – আর তার ধানী সুরা করেছিল পান,
একদিন শুনেছে যে জল আর ফসলের গান,
দেখেছে যে ঐ নীল আকাশের ছবি
মানুষ – নারীর মুখ – পুরুষ – স্ত্রীর দেহ সবই
যার হাত ছুয়ে আজও উষ্ণ হয়ে আছে –
ফিরিয়া আসিবে সে কি তাহাদের কাছে!
প্রণয়ীর মতো ভালোবেসে

খুঁজিবে কি এসে
একখানা দেহ শুধু!
হারায়ে গিয়েছে কবে কঙ্কালে কাঁকরে
এ মাটির পরে!

অন্ধাকারে সাগরের জল
ছেনেছে আমার দেহ, হয়েছে শীতল
চোখ – ঠোঁট – নাসিকা আঙুল
তাহার ছোয়াচে; ভিজে গেছে চুল
শাদা শাদা ফেনাফুলে;
কত বার দূর উপকূলে
তারাভরা আকাশের তলে
বালকের মতো এক – সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
জেনেছি দেহের স্বাদ – গেছে বুক – মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ – নারীর মতন
এ দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে!
প্রথম প্রণয়ী সে যে, কার্তিকের ভোরবেলা দূরে যেতে যেতে
থেমে গেছে সে আমার তরে!
চোখ দুটো ফের ঘুমে ভরে
যেন তার চুমো খেয়ে!
এ দেহ – অলস মেয়ে
পুরুষের সোহাগে অবশ!
চুমে লয় রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে

www.bengaliebook.com

উড়ো পাখাপাখালির পালে
উঠানের; পেতে থাকে কান –
শোনো ঝরা শিশিরের গান
অঘ্রানের মাঝরাতে;
হিম হাওয়া যেন শাদা কঙ্কালের হাতে
এ দেহেরে এসে ধরে –
ব্যথা দেয়! নারীর অধরে –
চুলে – চোখে – জুঁয়ের নিশ্বাসে
ঝুমকো লতার মতো তার দেহ – ফাঁসে
ভরা ফসলের মতো পড়ে ছিঁড়ে
এই দেহ – ব্যথা পায় ফিরে!....
তবু এই শস্যক্ষেতে পিপাসার ভাষা
ফুরাবে না কে বা সেই চাষা –
কাস্তে হাতে – কঠিন, কামুক –
আমাদের সবটুকু ব্যথাভরা সুখ
উচ্ছেদ করিবে এসে একা!
কে বা সেই! জানি না তো হয় নাই দেখা
আজও তার সনে;
আজ শুধু দেহ – আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া, শুধু পীড়া! – মুকুলে মুকুলে
শুধু কীট, আঘাত, দংশন –
চায় আজ মন!

নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথ ভুলে বারবার পৃথিবীর ক্ষেতে

www.bengaliebook.com

জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল!
অন্ধকারে শিশিরের জল
কানে কানে গাহিয়াছে গান –
ঢালিয়াছে শীতল অঘ্রাণ;
মোর দেহ ছেনে গেছে অলস – আঢুল
কুমারী আঙুল
কুয়াশার; ঘ্রাণ আর পরশের সাধ
জাগায়েছে কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
ঢালিয়াছে আলো –
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো
চুম্বনের মতো!
রেখে গেছে ক্ষত
সব্‌জির সবুজ রুধিরে!
শস্যের মতো মোর এ শরীর ছিঁড়ে
বারবার হয়েছে আহত
আগুনের মতো
দুপুরের রাঙা রোদ!
আমি তবু ব্যথা দেই –
ব্যথা পাই ফিরে! –
তবু চাই সবুজ শরীরে
এ ব্যথার সুখ!
লাল আলো – রৌদ্রের চুমুক,
অন্ধকার – কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয়, যেন গুড়ি় গুড়ি়
ধুলো মোরে ধীরে লয় শুষে!
মাঠে মাঠে – আড়ষ্ট পউষে

www.bengaliebook.com

ফসলের গন্ধ বুকে করে
বারবার পড়ি যেন ঝ'রে!

আবার পাব আমি ফিরে
এই দেহ! –এ মাটির নিঃসাড় শিশিরে
রক্তের তাপ ঢেলে আমি
আসিব কি নামি!
হেমন্তের রৌদ্রের মতন
ফসলের স্তন
আঙুলে নিঙাড়ি
এক ক্ষেত ছাড়ি
অন্য ক্ষেতে
চলিব কি ভেসে
এ সবুজ দেশে
আর এক বার!
শুনিব কি গান
ঢেউদের! –জলের আঘ্রাণ
লব বুকে তুলে
আমি পথ ভুলে
আসিব কি এ পথে আবার!
ধুলো – বিছানার
কীটদের মতো
হব কি আহত
ঘাসের আঘাতে!
বেদনার সাথে
সুখ পাব!

www.bengaliebook.com

লতার মতন মোর চুল,
আমার আঙুল
পাপড়ির মতো –
হবে কি বিক্ষত
তোমার আঙুলে – চুলে!
লাগিবে কি ফুলে
ফুলের আঘাত
আরবার
আমার এ পিপাসার ধার
তোমাদের জাগাবে পিপাসা!
ক্ষুধিতের ভাষা
বুকে করে করে
ফলিব কি! – পড়িব কি ঝরে
পৃথিবীর শস্যের ক্ষেতে
আর একবার আমি –
নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে।

www.bengaliebook.com

পেঁচা (মাঠের গল্প)

প্রথম ফসল গেছে ঘরে,
হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা – মরা ঘাস – আকাশের তারা!
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!
ধানক্ষেতে – মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা!
ঘরে গেছে চাষা,
ঝিমায়েছে এ পৃথিবী–
তবু পাই টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ!
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে
শিশিরে পালক ঘ'ষে ঘ'ষে
পাখায় ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রানের রাতে
সেই পাখি–
আজ মনে পড়ে
সেদিনও এমনি গেছে ঘরে
প্রথম ফসল;

www.bengaliebook.com

মাঠে মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর–
কার্তিক কি অঘ্রানের রাত্রির দুপুর!–
হলুদ পাতার ভিড়ে বসে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিল অঘ্রানের রাতে
এই পাখি!
নদীটির শ্বাসে
সে রাতেও হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা – মরা ঘাস – আকাশের তারা,
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!
ধানক্ষেত – মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা
ঘরে গেছে চাষা;
ঝিমায়েছে এ পৃথিবী,
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ!

www.bengaliebook.com

প্রেম

আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মতো –
পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে হয়েছে আহত –
একা – হরিণের মতো আমাদের হৃদয় যখন!
জীবনের রোমাঞ্চের শেষ হলে ক্লান্তির মতন
পান্ডুর পাতার মতো শিশিরে শিশিরে ইতস্তত
আমরা ঘুমায়ে থাকি! – ছুটি লয়ে চলে যায় মন! –
পায়ের পথের মতো ঘুমন্তেরা পড়ে আছে কত –
তাদের চোখের ঘুম ভেঙে যাবে আবার কখন! –
জীবনের জ্বর ছেড়ে শান্ত হয়ে রয়েছে হৃদয় –
অনেক জাগার পর এইমতো ঘুমাইতে হয়।

অনেক জেনেছে বলে আর কিছু হয় না জানিতে;
অনেক মেনেছে বরে আর কিছু হয় না মানিতে;
দিন – রাত্রি – গ্রহ – তারা পৃথিবীর আকাশ ধরে ধরে
অনেক উড়েছে যারা অধীর পাখির মতো করে –
পৃথিবীর বুক থেকে তাহাদের ডাকিয়া আনিতে
পুরুষ পাখির মতো – প্রবল হাওয়ার মতো জোরে
মৃত্যুও উড়িয়া যায়! – অসাড় হতেছে পাতা শীতে,
হৃদয়ে কুয়াশা আসে – জীবন যেতেছে তাই ঝরে! –
পাখির মতন উড়ে পায় নি যা পৃথিবীর কোলে –
মৃত্যুর চোখের পরে চুমো দেয় তাই পাবে বলে!

কারণ, সাম্রাজ্য – রাজ্য – সিংহাসন – জয় –
মৃত্যুর মতন নয় – মৃত্যুর শান্তির মতো নয়!
কারণ, অনেক অশ্রু – রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে

www.bengaliebook.com

আমরা রাখিতে আছি জীবনের এই আলো জ্বেলে!
তবুও নক্ষত্র নিজে নক্ষত্রের মতো জেগে রয়!
তাহার মতন আলো হৃদয়ের অন্ধকারে পেলে
মানুষের মতো নয় – নক্ষত্রের মতো হতে হয়!
মানুষের মতো হয়ে মানুষের মতো চোখ মেলে
মানুষের মতো পায়ে চলিতেছি যতদিন – তাই,
ক্লান্তির পরে ঘুম, মৃত্যুর মতন শান্তি চাই!

কারণ, যোদ্ধার মতো – আর সেনাপতির মতন
জীবন যদিও চলে – কোলাহল করে চলে মন
যদিও সিন্ধুর মতো দল বেঁধে জীবনের সাথে,
সবুজ বনের মতো উত্তরের বাতাসের হাতে
যদিও বীণার মতো বেজে উঠে হৃদয়ের বন
একবার – দুইবার – জীবনের অধীর আঘাতে –
তবু, প্রেম, – তবু তারে ছিড়ে ফেঁড়ে গিয়েছে কখন!
তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু! – অঘ্রাণের রাতে
হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চলে গেছে ছিঁড়ে!
পাতার মতন করে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে!

তবু পাতা – তবুও পাখির মতো ব্যথা বুকে লয়ে,
বনের শাখার মতো – শাখার পাখির মতো হয়ে
হিমের হাওয়ার হাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে
বিদীর্ণ শাখার শব্দে – অসুস্থ ডানার কোলাহলে,
ঝড়ের হাওয়ার শেষে ক্ষীণ বাতাসের মতো বয়ে,
আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মতো তবু জ্বলে,
আমাদের এ জীবন! – জীবনের বিহ্বলতা সয়ে

www.bengaliebook.com

আমাদের দিন চলে – আমাদের রাত্রি তবু চলে;
তার ছিঁড়ে গেছে – তবু তাহারে বীণার মতো করে
বাজাই, যে প্রেম চলিয়া গেছে তারই হাত ধরে!
কারণ, সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে
প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি; তাই রাখিয়াছে ঢেকে
পাখির মায়ের মতো প্রেম এসে আমাদের বুক!
সুস্থ করে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের আসুখ!

পাখির শিশুর মতো যখন প্রেমেরে ডেকে ডেকে
রাতের গুহার বুকে ভালোবেসে লুকায়েছি মুখ –
ভোরের আলোর মতো চোখের তারায় তারে দেখে!
প্রেম কি আসে নি তবু? – তবে তার ইশারা আসুক!
প্রেমকি চলিয়া যায় প্রাণেরে জলের ঢেউয়ে ছিঁড়ে!
ঢেউয়ের মতন তবু তার খোঁজে প্রাণ আসে ফিরে!

যত দিন বেঁচে আছি আলেয়ার মতো আলো নিয়ে –
তুমি চলে আস প্রেম – তুমি চলে আস কাছে প্রিয়ে!
নক্ষত্রের বেশি তুমি – নক্ষত্রের আকাশের মতো!
আমরা ফুরায়ে যাই – প্রেম, তুমি হও না আহত!
বিদ্যুতের মতো মোরা মেঘের গুহার পথ দিয়ে
চলে আসি – চলে যাই – আকাশের পারে ইতস্তত!
ভেঙে যাই – নিভে যাই – আমরা চলিতে গিয়ে গিয়ে!
আকাশের মতো তুমি – আকাশে নক্ষত্র আছে যত –
তাদের সকল আলো একদিন নিভে গেলে পরে
তুমিও কি ডুবে যাবে, ওগো প্রেম, পশ্চিম সাগরে!

জীবনের মুখে চেয়ে সেইদিনও রবে জেগে জানি!

www.bengaliebook.com

জীবনের বুকে এসে মৃত্যু যদি উড়ায় উড়ানি –
ঘুমন্ত ফুলের মতো নিবন্ত বাতির মতো ঢেলে
মৃত্যু যদি জীবনেরে রেখে যায় – তুমি তারে জ্বেলে
চোখের তারার পরে তুলে লবে সেই আলোখানি।
সময় ভাসিয়া যাবে দেবতা মরিবে অবহেলে
তবুও দিনের মেঘ আঁধার রাত্রির মেঘ ছানি
চুমো খায়! মানুষের সব ক্ষুধা আর শক্তি লয়ে
পূর্বের সমুদ্র অই পশ্চিম সাগরে যাবে বয়ে!

সকল ক্ষুধার আগে তোমার ক্ষুধায় ভরে মন!
সকল শক্তির আগে প্রেম তুমি, তোমার আসন
সকল স্থলের’ পরে, সকল জলের’ পরে আছে!
যেইখানে কিছু নাই সেখানেও ছায়া পড়িয়াছে
হে প্রেম, তোমার! – যেইখানে শব্দ নাই তুমি আলোড়ন
তুলিয়াছ! – অঙ্কুরের মতো তুমি – যাহা ঝরিয়াছে
আবার ফুটাও তারে! তুমি ঢেউ – হাওয়ার মতন!
আগুনের মতো তুমি আসিয়াছ অন্তরের কাছে!
আশার ঠোঁটের মতো নিরাশার ভিজে চোখ চুমি
আমার বুকের পরে মুখ রেখে ঘুমায়েছ তুমি!

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ বলে প্রেম, গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ বলে!
হৃদয় গন্ধের মতো – হৃদয় ধুপের মতো জ্ব’লে
ধোঁয়ার চামর তুলে তোমারে যে করিছে ব্যজন।
ওগো প্রেম, বাতাসের মতো যেইদিকে যাও চলে

www.bengaliebook.com

আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন!
আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হলে!
তুমি যদি বেঁচে থাক, – জেগে রব আমি এই পৃথিবীর পর –
যদিও বুকের পরে রবে মৃত্যু – মৃত্যুর কবর!

তবুও সিন্ধুর জল – সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো বয়ে
তুমি চলে যাও প্রেম – একবার বর্তমান হয়ে –
তারপর, আমাদের ফেলে দাও পিছনে – অতীতে –
স্মৃতির হাড়ের মাঠে – কার্তিকের শীতে!
অগ্রসর হয়ে তুমি চলিতেছ ভবিষ্যৎ লয়ে –
আজও যারে দেখ নাই তাহারে তোমার চুমো দিতে
চলে যাও! – দেহের ছায়ার মতো তুমি যাও রয়ে –
আমরা ধরেছি ছায়া – প্রেমের তো পারি নি ধরিতে!
ধ্বনি চলে গেছে দূরে – প্রতিধ্বনি পিছে পড়ে আছে –
আমরা এসেছি সব – আমরা এসেছি তার কাছে!

একদিন – একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
এক রাত – এক দিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা
এক দিন – এক রাত তারপর প্রেম গেছে চলে –
সবাই চলিয়া যায় সকলের যেতে হয় বলে
তাহারও ফুরাল রাত! তাড়াতাড়ি পড়ে গেল বেলা
প্রেমেরর ও যে! – এক রাত আর এক দিন সাঙ্গ হলে
পশ্চিমের মেঘে আলো এক দিন হয়েছে সোনেলা!
আকাশে পুবের মেঘে রামধনু গিয়েছিল জ্বলে
এক দিন রয় না কিছুই তবু – সব শেষ হয় –
সময়ের আগে তাই কেটে গেল প্রেমের সময়;

www.bengaliebook.com

এক দিন এক রাত প্রেমেরে পেয়েছি তবু কাছে!
আকাশ চলেছে তার – আগে আগে প্রেম চলিয়াছে!
সকলের ঘুম আছে – ঘুমের মতন মৃত্যু বুকে
সকলের, নক্ষত্রও ঝরে যায় মনের অসুখে
প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে!
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে – চুকে
হে প্রেম তোমারে! – মৃতেরা আবার জাগিয়াছে!
যে ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরো ব্যথা – বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে –
ওগো প্রেম, সেই সব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে!

www.bengaliebook.com

বোধ

আলো – অন্ধকারে যাই – মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয় – শান্তি নয় – ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাছ তুচ্ছ হয়, পন্ড মনে হয়,
সব চিন্তা – প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়!
সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে!
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো! তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর! – কোন নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর? – শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর? – প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার!
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই! – ফসলের আকাঙক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতণ প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর পরে?
স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়,কোন এক বোধ কাজ করে

www.bengaliebook.com

মাথার ভিতরে!

পথে চলে পারে – পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে:
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারি পাশে!
তবু সে চোখের চারি পাশে!
তবু সে বুকের চারি পাশে!
আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে!

আমি থামি –
সেও থেমে যায়;

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হয়ে –
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের ; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চলে
জন্ম দেবে – জন্ম দেবে বলে;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন

আমার হৃদয় না কি? – তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি?
–তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী!

হাতে তুলে দেখি নি কি চাষার লাঙল?
বালটিকে টানি নি কি জল?
কাস্তে হাতে কতবার যাই নি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;
পুকুরের পানা শ্যালা – আঁষটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;
–এই সব স্বাদ
–এ সব পেয়েছি আমি – বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন;
এই সব সাধ
জানিয়াছি একদিন – অবাধ – অগাধ;
চলে গেছি ইহাদের ছেড়ে –
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;
আমার সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,

www.bengaliebook.com

ঘৃণা করে চলে গেছে – যখন ডেকেছি বারেবারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিল একদিন – এই ভালোবাসা;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা করে গেছি; যে নক্ষত্র – নক্ষত্রের দোষে
আমার প্রেমের পথে বারবার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি;
তবু এই ভালোবাসা – ধুলো আর কাদা – ।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয় – প্রেম নয় – কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতার ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে;
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়?
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

এই বোধ – শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ – অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ

www.bengaliebook.com

চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালোশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ – গলগন্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা – পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
– সেই সব।

www.bengaliebook.com

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার কবেকার পাড়াগার মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভরে, গেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ – কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীতরাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের পরে শুনিয়াছি মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার;
পুরোনা পেঁচার ঘ্রাণ – অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো!
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ – মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা; অশথের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক;

আমরা দেখেছি যারা বুনো হাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্্র নীল জোছনার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে – ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু – বেলা

www.bengaliebook.com

নির্জন মাছের চোখে – পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ – মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ূয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নমর জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জোছনার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ – বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘর রস গাঢ় আকাঙক্ষায় নেমে আসে;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল লাল ফল
পড়ে আছে; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে;
যত নীল আকাশেরা রয়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল;
পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর পরে
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হলে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
কয়ে গেছে আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে: দেহে তার বিকাল বেলার ধুসরতা:
চোখের – দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির;
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর;

আমরা মৃত্যুর আগে কী বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ – একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল – সোনা ছিল যাহা

www.bengaliebook.com

নিরুত্তর শান্তি পায় – যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কী বুঝিতে চাই আর? রৌদ্র নিভে গেলে পাখিপাখলির ডাক
শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক।

www.bengaliebook.com

মেঠো চাঁদ (মাঠের গল্প)

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে – ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়া জমি – খড়-নাড়া – মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল!
মেঠো চাঁদ – কাস্তের মতো বাঁকা, চোখে-
চেয়ে আছে – এমনি সে তাকায়েছে কত রাত – নাই লেখাজোখা।
মেঠো চাঁদ বলে:
আকাশের তলে
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে, ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে – চলে গেছে কবে!-
শস্য ফলিয়া গেছে – তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা একা! -ডাইনে আর বাঁয়ে
খড়-নাড়া – পোড়ো জমি – মাঠের ফাটল,-
শিশিরের জল।' …
আমি তারে বলি:
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝরে কত-
বুড়ো হয়ে গেছ তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো!
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলে ধার
মুছে গেছে কতবার, কতবার ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে – চলে গেছে কবে!-
শস্য ফলিয়া গেছে- তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে

www.bengaliebook.com

একা একা! -ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি -খড়-নাড়া -মাঠের ফাটল-
শিশিরের জল!’

www.bengaliebook.com

শকুন

মাঠ থেকে মাঠে মাঠে – সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি – নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন – সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে – যেন দূর আলো ছেড়ে ধুম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
পড়ে গেছে – পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের ‘ পর

এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্তে শুধু – আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম্‌ গাছে – পাহাড়র শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে;
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে – বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই – একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায় – কোন্‌ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন কোন্‌ মৃত্যুর ওপারে;

যেন কোন্‌ বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষন্ন লেগুন
কেঁদে ওঠে… চেয়ে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।

www.bengaliebook.com

সহজ

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে–
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে–
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি–
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে!
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা, জানি আমি–
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে–
তবুও হৃদয়ে গান আসে!

তুমি জল, তুমি ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ– তোমার সহজ মন
ভেসে যায় সাগরের জলে আবেগে!
কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিল লেগে
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে!– কোন ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুজিছে কেবল
জানে না সে! রাত্রির সিন্ধুর জল,

রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি একা! তোমারে কে ভালোবাসে! – তোমারে কি কেউ
বুকে করে রাখে!
জলের আবেগে তুমি চলে যাও –
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধু ধু জল তোমারে যে ডাকে!

তুমি শুধু এক দিন – এক রজনীর!-
মানুষের ুমানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে – কত দূরে!
কোন্ সমুদ্রের পারে – বনে – মাঠে – কিংবা যে আকাশ জুড়ে
উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে! –
কিংবা যে আকাশে
কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
জেগে ওঠে, ডুবে যায় – তোমার প্রাণের সাধ
তাহাদের তরে!
যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে – মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন! –
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান!-
তুমি সেইখানে!
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে –
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত!

www.bengaliebook.com

স্বপ্নের হাত

পৃথিবীর বাধা – এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে – স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই।
যেই সব ছায়া এসে পড়ে
দিনের রাতের ঢেউয়ে – তাহাদের তরে
জেগে আছে আমার জীবন;
সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে!
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর –
থাকিত না হৃদয়ের জরা –
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা!...
আকাশ ছায়ার ঢেউয়ে ঢেকে
সারাদিন – সারা রাত্রি অপেক্ষায় থেকে
পৃথিবীর যত ব্যথা – বিরোধ, বাস্তব
হৃদয় ভুলিয়া যায় সব
চাহিয়াছে অন্তর যে ভাষা,
যেই ইচ্ছা, যেই ভালোবাসা,
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে পারে গিয়া –
স্বপ্নে তাহা সত্য হয়ে উঠেছে ফলিয়া!
মরমের যত তৃষ্ণা আছে –
তারই খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিয়া আস –
তোমরা চলিয়া আস সব!

www.bengaliebook.com

ভুলে যাও পৃথিবীর ঐ ব্যথা – ব্যাঘাত – বাস্তব!
সকল সময়
স্বপ্ন – শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে–
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে পাশে
গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
যাহাদের আকাঙক্ষার জন্ম মৃত্যু – সব
পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা!
সন্ধ্যার নদীর জল, পাথরে জলের ধারা
আয়নার মতো
জাগিয়া উঠিছে ইতস্তত
তাহাদের তরে।
তাদের অন্তরে
স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
সকল সময়! ...
পৃথিবীর দেয়ালের পরে
আঁকাবাঁকা অসংখ্য অক্ষরে
একবার লিখিয়াছি অন্তরের কথা –
সে সব ব্যর্থতা
আলো আর অন্ধকারে গিয়াছে মুছিয়া!
দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় – ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি –

www.bengaliebook.com

তবে ঐ পৃথিবীর দেয়ালের পরে
লিখিতে যেয়ো না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা! –
আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সে সব ব্যর্থতা!
পৃথিবীর অই অধীরতা
থেমে যায়, আমাদের হৃদয়ের ব্যথা
দূরের ধুলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে – ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয়
উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়
মানুষেরও আয়ূ শেষ হয়
পৃথিবীর পুরানো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার –
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়!
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব –
নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয়!

www.bengaliebook.com

১৩৩৩

তোমার শরীর –
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার – তারপর – মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানি নি তা – মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোনদিকে জানি নি তা – হয়েছে মলিন
চক্ষু এই – ছিঁড়ে গেছি – ফেঁড়ে গেছি – পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন – রাত্রি গেছে কেটে!
কত দেহ এল, গেল, হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব – সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
বসে আছি – সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!
তোমার শরীর –
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার – তারপর – মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্দিকে – ফলে গেছে কতবার,
ঝরে গেছে তৃণ!

*

আমারে চাও না তুমি আজ আর, জানি;
তোমার শরীর ছানি
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ! – তোমার রক্তের ভালোবাসা

www.bengaliebook.com

দিয়েছ কাহারে!
কে বা সেই! – আমি এই সমুদ্রের পারে
বসে আছি একা আজ – ঐ দূর নক্ষত্রের কাছে
আজ আর প্রশ্ন নাই – মাঝরাতে ঘুম লেগে আছে
চক্ষে তার – এলোমেলো রয়েছে আকাশ!
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা! – তারই তলে পৃথিবীর ঘাস
ফলে ওঠে – পৃথিবীর তৃণ
ঝড়ে পড়ে – পৃথিবীর রাত্রি আর দিন
কেটে যায়!
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা – তারই তলে হায়!

*

জানি আমি – আমি যাব চলে
তোমার অনেক আগে;
তারপর, সমুদ্র গাহিবে গান বহুদিন –
আকাশে আকাশে যাবে জ্বলে
নক্ষত্র অনেক রাত আরো,
নক্ষত্র অনেক রাত আরো,
(যদিও তোমারও
রাত্রি আর দিন শেষ হবে
একদিন কবে!)
আমি চলে যাব, তবু, সমুদ্রের ভাষা
রয়ে যাবে – তোমার পিপাসা
ফুরাবে না পৃথিবীর ধুলো মাটি তৃণ
রহিবে তোমার তরে – রাত্রি আর দিন
রয়ে যাবে রয়ে যাবে তোমার শরীর,

আর এই পৃথিবীর মানুষের ভিড়।

*

আমারে খুজিয়াছিলে তুমি একদিন –
কখন হারায়ে যাই – এই ভয়ে নয়ন মলিন
করেছিলে তুমি! –
জানি আমি; তবু, এই পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ – দেহ ঝরে – ঝরে যায় মন
তার আগে!
এই বর্তমান – তার দু – পায়ের দাগে
মুছে যায় পৃথিবীর পর,
একদিন হয়েছে যা তার রেখা, ধূলার অক্ষর!
আমারে হারায়ে আজ চোখ ম্লান করিবে না তুমি –
জানি আমি; পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ –
দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝরে যায় মন!

*

আমার পায়ের তলে ঝরে যায় তৃণ –
তার আগে এই রাত্রি – দিন
পড়িতেছে ঝরে!
এই রাত্রি, এই দিন রেখেছিলে ভরে
তোমার পায়ের শব্দে, শুনেছি তা আমি!
কখন গিয়েছে তবু থামি

www.bengaliebook.com

সেই শব্দে! – গেছ তুমি চলে
সেই দিন সেই রাত্রি ফুরায়েছে বলে!
আমার পায়ের তলে ঝরে নাই তৃণ –
তবু সেই রাত্রি আর দিন
পড়ে গেল ঝ'রে।
সেই রাত্রি – সেই দিন – তোমার পায়ের শব্দে রেখেছিলে ভরে!

*

জানি আমি, খুঁজিবে না আজিকে আমারে
তুমি আর; নক্ষত্রের পারে
যদি আমি চলে যাই,
পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই
যদি আমি –
আমারে খুঁজিতে তবু আসিবে না আজ;
তোমার পায়ের শব্দ গেল কবে থামি
আমার এ নক্ষত্রের তলে! –
জানি তবু, নদীর জলের মতো পা তোমার চলে –
তোমার শরীর আজ ঝরে
রাত্রির ঢেউয়ের মতো কোনো এক ঢেউয়ের উপরে!
যদি আজ পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই
যদি আমি চলে যাই
নক্ষত্রের পারে –
জানি আমি, তুমি আর আসিবে না খুঁজিতে আমারে!

*

তুমি যদি রহিতে দাঁড়ায়ে!

www.bengaliebook.com

নক্ষত্র সরিয়া যায়, তবু যদি তোমার দু – পায়ে
হারায়ে ফেলিতে পথ – চলার পিপাসা! –
একবারে ভালোবেসে – যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি সেই ভালোবাসা।
আমার এখানে এসে যেতে যদি থামি! –
কিন্তু তুমি চলে গেছ, তবু কেন আমি
রয়েছি দাঁড়ায়ে!
নক্ষত্র সরিয়া যায় – তবু কেন আমার এ পায়ে
হারায়ে ফেলেছি পথ চলার পিপাসা!
একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা!

*

চলিতে চাহিয়াছিলে তুমি একদিন
আমার এ পথে – কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন।
জানি আমি, আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই।
তারপর, কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি! – তাই আস নাই
আমার এখানে তুমি আর!
একদিন কত কথা বলেছিলে, তবু বলিবার
সেইদিনও ছিল না তো কিছু – তবু বলিবার
আমার এ পথে তুমি এসেছিলে – বলেছিলে কত কথা –
কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন;
আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই;
তারপর, কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি – তাই আস নাই!

*

তোমার দু চোখ দিয়ে একদিন কতবার চেয়েছ আমারে।
আলো অন্ধকারে

www.bengaliebook.com

তোমার পায়ের শব্দ কতবার শুনিয়াছি আমি!
নিকটে নিকটে আমি ছিলাম তোমার তবু সেইদিন –
আজ রাত্রে আসিয়াছি নামি
এই দূর সমুদ্রের জলে!
যে নক্ষত্র দেখ নাই কোনোদিন, দাঁড়ায়েছি আজ তার তলে!
সারাদিন হাঁটিয়াছি আমি পায়ে পায়ে
বালকের মতো এক – তারপর, গিয়েছি হারায়ে
সমুদ্রের জলে,
নক্ষত্রের তলে!
রাত্রে, অন্ধকারে!
তোমার পায়ের শব্দ শুনিব না তবু আজ – জানি আমি,
আজ তবু আসিবে না খুঁজিতে আমারে!

*

তোমার শরীর –
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার – তারপর, মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন।
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে জানি নি তা – হয়েছে মলিন
চক্ষু এই – ছিঁড়ে গেছি – ফেঁড়ে গেছি – পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন – রাত্রি গেছে কেটে
কত দেহ এল, গেল – হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব – সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
বসে আছি – সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!

www.bengaliebook.com